গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
সড়ক নং ১২/এ, বাড়ি নং ৪৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmedutrust.gov.bd

নং- ৩৭.২৪.০০.০০০.০৬.০০৮.২০১৪-2926

তারিখ : ২৪ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ৭ মে ---- ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

২৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর **উপদেষ্টা পরিষদ এর ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	: শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সভাপতি উপদেষ্টা পরিষদ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
সভার তারিখ	: **১০ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ; ২৩ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ; রোজ রবিবার**
সময়	: সকাল ১১.০০ মিনিট
স্থান	: চামেলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
সভার উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট -**"ক"** তে সংযুক্ত করা হলো।

আলোচনার শুরুতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদ এর সভাপতি শেখ হাসিনা উপস্থিত উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন।

১.০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্যমুক্ত ও শিক্ষিত জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষাকে সর্বজনীন করাই সরকারের লক্ষ্য। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক যেন শিক্ষার আলো পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার দিকেও নজর দিতে হবে। সকলেই অবগত আছেন যে, স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলেন জাতির পিতা। সে লক্ষ্যে, তিনি ৩৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের ছেলেমেয়েরা যত বেশি শিক্ষিত হবে দেশ তত দ্রুত উন্নতি করতে পারবে এবং দেশের জনগণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত হবে। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে আমরা সকলে কাজ করছি। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২৬ হাজার প্রথমিক স্কুল সরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যায়, সরকার পরিবর্তন হলে পূর্ববর্তী সরকারের গৃহীত কার্যক্রম পরবর্তী সরকার গুরুত্বহীনভাবে বিবেচনা করে। এতে দেশের শিক্ষা উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়। তিনি বলেন, তাঁর সরকার শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রতিটি জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের ব্যবহার সহজলভ্য করেছে। ইসলামি শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বৃত্তি প্রদানে গরীব পিতা-মাতার সন্তানদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। দেশের কোন শিশু যাতে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে বৃত্তি প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে তাঁর সরকার ১,৬৬,৪৫,৭৭৭ (এক কোটি ছেষট্টি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত সাতাত্তর) জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৪৬৬,৪৬,০১,১২৮ (দুই হাজার চারশত ছেষট্টি কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ এক হাজার একশত আটাশ) টাকা মেধাবৃত্তি, বৃত্তি, উপবৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তি বাবদ বিতরণ করেছে। তিনি আরও বলেন, তাঁর সরকার শতভাগ পর্যন্ত উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। পি.ই.সি. ও জে.এস.সি. দু'টি পরীক্ষার মাধ্যমে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে তারা স্বাচ্ছন্দবোধ করে। দেশের হাওর-বাওর ও পাহাড়ী দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক স্কুল চালু করা হয়েছে। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সিডমানি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকা রাজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সমাজের ব্যবসায়ী ও অন্যদের সহযোগিতায় বর্তমানে ট্রাস্ট ফান্ড আরও বৃদ্ধি করে এর উপবৃত্তি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

২.০ অত:পর মাননীয় সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো: নূরুল আমিন, ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্য-সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্র:	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**উপদেষ্টা পরিষদ এর ৩য় সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ:** গত ২০ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদ এর ৩য় সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। সভায়ও সরবরাহ করা হয়েছে। এতে কোন সংশোধনী, পরিবর্তন-পরিবর্ধন না থাকলে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গত ২০ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদ এর ৩য় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা নিশ্চিত করা হয়।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

২.২	**প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০১৬ সালের কার্যক্রম পর্যালোচনা:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ট্রাস্ট এর কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬ প্রকাশিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে তা বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসম্বলিত ১০ (দশ) হাজার পোস্টার ছাপিয়ে তা বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে 'দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা নীতিমালা' এর আওতায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) ও সমপর্যায়ের ৮২ (বিরাশি) জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২,২৭,০০০.০০ (দুই লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান হিসেবে এবং 'দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা' অনুসরণে ০৪ (চার) জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭০,০০০.০০ (সত্তর হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রদানকৃত মেধাবৃত্তি, বৃত্তি ও উপবৃত্তির তথ্যসম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৬-২০১৭ সম্পাদিত হয়েছে এবং এর আলোকে কর্মসম্পাদন হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর Citizen Charter প্রণয়নসহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান নিশ্চিত করার জন্য 'তথ্য প্রদান কর্মকর্তা' নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ট্রাস্ট এর কর্মচারীদের ২০১৬ সালে 'অফিস ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৫ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শোক দিবসে র‍্যালি ও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ জাতীয় শোক দিবসের উপর গুরুত্বারোপ করে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
২.৩	**প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট তহবিল পর্যালোচনা:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্ট তহবিল বিষয়ে সভাকে জানান, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে সিডমানি হিসেবে প্রদানকৃত ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকার বিপরীতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত লভ্যাংশ, উপবৃত্তি ও আর্থিক অনুদান প্রদান এবং অন্যান্য খাতে ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ:	**প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট** তহবিলের আকার আরও বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেন।	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

অর্থবছর	প্রাপ্ত লভ্যাংশ/আয়	খরচকৃত টাকার পরিমাণ [উপবৃত্তি ও বিবিধ]	উদ্বৃত, যা এফ.ডি.আর. করা হয়েছে
২০১২-২০১৩	১০৪,১৬,৬৬,৬৬৬.৩২	৭২,৯৫,৩২,২০০.০০	৩১,২১,৩৪,৪৬৬.৩২
২০১৩-২০১৪	২৩,১২,৫৭,৬২০.২৩	০০.০০	২৩,১২,৫৭,৬২০.২৩
২০১৪-২০১৫	১২৯,৯৮,৪২,৪৬৯.৫৩	৯২,০৯,৫৩,৯৮০.০০	৩৭,৮৮,৮৮,৪৮৯.৫৩
২০১৫-২০১৬	১১৭,৩৮,৮৪,৯৫৩.৭৬	১১৩,৯৬,১১,০৬০.০০	৩,৪২,৭৩,৮৯৩.৭৬
২০১৬-২০১৭	৮৭,৮৮,২০,৩৯৯.৪৫	১৩,০০,০০০.০০	৮৭,৭৫,২০,৩৯৯.৪৫
সর্বমোট :	৪৬২,৫৪,৭২,১০৯.২৯	২৭৯,১৩,৯৭,২৪০.০০	১৮৩,৪০,৭৪,৮৬৯.২৯

উপবৃত্তি ও অন্যান্য খরচ বাবদ ২৭৯,১৩,৯৭,২৪০.০০ টাকা ব্যয়ের পর ০৫টি সরকারি তফসিলি ব্যাংকে বর্তমানে বিভিন্ন মেয়াদি ০৯টি এফ.ডি.আর. হিসাবে ১০৪০,১৪,৩২,২৬১,৫০ টাকা এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের উপবৃত্তি প্রদানের জন্য অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সঞ্চয়ী হিসাবে রক্ষিত ১৪১,৮৫,২৮,৩৩৮.৬৯ টাকাসহ ট্রাস্ট এর মূলধন ১১৮১,৯৯,৬০,৬০০.১৯ (এক হাজার একশত একাশি কোটি নিরানব্বই লক্ষ ষাট হাজার ছয়শত) টাকা।

আলোচনার এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এফ.ডি.আর. হতে যেখানে ১০৪,১৬,৬৬,৬৬৬.৩২ টাকা লভ্যাংশ পাওয়া যায়, সেখানে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পাওয়া যাবে মাত্র ৮৭,৮৮,২০,৩৯৯.৪৫ টাকা। সভায় তিনি আরও বলেন, প্রতিবছর উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু লভ্যাংশের হার কমে যাচ্ছে। ফলে, ট্রাস্টে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট থেকে ১০০.০০ (একশত কোটি) টাকা ট্রাস্ট ফান্ডে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: আখতারুজ্জামান বলেন, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উৎস থেকেও অর্থ সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চবিত্ত, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গদের সম্পৃক্ত করলে ভাল সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে বলে তিনি অভিমত দেন।

এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে। বাজেট কম হলে ব্যয় কম করতে হবে। সরকারের উপর নির্ভরশীল হওয়া সমীচীন হবে না।

২.৪	**ট্রাস্ট ফান্ড (সরকারি-বেসরকারি) সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনা:** ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, ২০১৮ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্থায়ী তহবিলের আমানত ১০০০০.০০ (দশ হাজার) কোটি টাকায় উন্নীত করার জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট থেকে সিডমানি হিসেবে ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা থোক বরাদ্দ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান বাবদ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট থেকে অন্তত:পক্ষে ১০০.০০ (একশত কোটি) টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করণের জন্য সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর স্বাক্ষরে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ বরাবর ৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি সভাকে জানান যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এফ.ডি.আর. এর লভ্যাংশ থেকে মাত্র ৫৭,২৫,৫৮,৭৭৪.৩২ টাকা পাওয়া যাবে। তিনি আগামী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের উপবৃত্তি প্রদানের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট থেকে ১০০.০০ (একশত কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করেন। তিনি জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী ০৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থ সংগ্রহ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় এফ.বি.সি.সি.আই. ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংক্স (বি.এ.বি.) এর প্রতিনিধিগণ জানিয়েছেন তাঁরা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে সভা করে ট্রাস্টে অর্থ প্রদান করবেন। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ট্রাস্ট ফান্ডে অর্থ প্রদানের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সভাকে জানান যে, ট্রাস্ট ফান্ডে অর্থ প্রদানের জন্য অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে। এমনকি ব্যবসায়ী ও ব্যাংকারদের নিয়ে ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহের জন্য সভাও করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের উপবৃত্তি প্রদানের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট থেকে ১০০.০০ (একশত কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন বলেন, সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হলো শিক্ষায় বিনিয়োগ। আর সে লক্ষ্য পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে নিয়ে ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহের বিষয়ে সভা করা হয়েছে। সভায় তাঁরা ইতিবাচক সাড়া প্রদান করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, লভ্যাংশের হার কমে যাওয়ায় ট্রাস্ট তহবিলে টাকা প্রদান করা প্রয়োজন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের উপবৃত্তি প্রদানের জন্য আগামী বাজেট থেকে অন্তত:পক্ষে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন। এমনকি প্রতি বছর ১০% বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আলোচনার এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা এ ট্রাস্ট থেকে উপবৃত্তি নিয়ে পড়াশুনা শেষ করে চাকুরি কিংবা ব্যবসায় প্রবেশ করছে, তাদেরকে নিয়ে এ্যালামনাই করে ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়াও, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রাস্টে অনুদান নেয়া যেতে পারে। তিনি এফ.বি.সি.সি.আই. এর সভাপতি ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংক্স (বি.এ.বি.) এর সভাপতির নিকট এ বিষয়ে তাঁদের মতামত আহবান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া প্রদান করে এফ.বি.সি.সি.আই. এর সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী অনুদান প্রদান করা হবে। যেহেতু শিক্ষার উন্নয়নই জাতীয় উন্নয়ন, এ খাতে বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ জাতির উন্নতি নির্ভর করছে। তিনি ৭ থেকে ১০ মে ২০১৭ তারিখের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কিংবা গণভবনে সভা করার প্রস্তাব করেন। এছাড়াও ট্রাস্ট ফান্ডে অনুদান প্রদানকে ট্যাক্স ফ্রি করে দেয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতির তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংক্স (বি.এ.বি.) এর সভাপতি জনাব মো: নজরুল ইসলাম মজুমদার বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ব্যাংক মালিকেরা ট্রাস্ট ফান্ডে অর্থ প্রদান করতে রাজি আছেন। এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণের সাথে ব্যাংক এসোসিয়েশনও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম.এ.মান্নান আলোচনার এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট থেকে ১০০.০০ (একশত কোটি) টাকা থোক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। এ ছাড়াও প্রতিবছরই কিছু অর্থ ট্রাস্ট ফান্ডে প্রদান করা যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন।	০৭ মে ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গণভবনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে নিয়ে ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহ বিষয়ে সভা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	সিনিয়র সচিব অর্থ বিভাগ; সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

২.৫	**২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির অর্থ প্রদান:** আলোচনার এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২,৮০,৪৯৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে (২,১১,৬৪৭ জন ছাত্রী ও ৬৮,৮৪৭ জন ছাত্র) ১৫২,১৫,১৮,০৪০.০০ (একশত বায়ান্ন কোটি পনের লক্ষ আঠার হাজার চল্লিশ) টাকা এফ.ডি.আর. এর লভ্যাংশ থেকে উপবৃত্তি বাবদ অর্থ ছাড়করণে সদয় সম্মতি প্রদান করা যেতে পারে।	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২৮০৪৯৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে (২,১১,৬৪৭ জন ছাত্রী ও ৬৮,৮৪৭ জন ছাত্র) ১৫২,১৫,১৮,০৪০.০০ (একশত বায়ান্ন কোটি পনের লক্ষ আঠার হাজার চল্লিশ) টাকা এফ.ডি.আর. এর লভ্যাংশ থেকে উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হবে।	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
২.৬	**শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের হার নির্ধারণ:** আলোচনার এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, ০৫ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'উপদেষ্টা পরিষদ' এর ২য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপবৃত্তিযোগ্য শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী ও ছাত্রদের হার যথাক্রমে ৭৫% ও ২৫%। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য অনুরোধ করা হলেও প্রতিষ্ঠানগুলো মানদণ্ড না মেনে মোট ভর্তিকৃত ছাত্রীর ৭৫% ও ছাত্রের ২৫% হারে শিক্ষার্থীর তালিকা প্রেরণ করেছেন। যার ফলে, উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পক্ষান্তরে, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে যেখানে এফ.ডি.আর. এর বিপরীতে লভ্যাংশের হার ছিল ১২% থেকে ১২.৫%, সেখানে বর্তমানে লভ্যাংশের হার হলো ৪% থেকে ৫.০০%। দেশের অতিদরিদ্রের হার হ্রাস এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীর হার পুণ:নির্ধারণ করা যেতে পারে। সভায় স্নাতক (পাস) ও সমপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের হার মানদণ্ড অনুযায়ী পুণ:নির্ধারণ করে ছাত্রী ৭৫% এর স্থলে ৫০% করা যেতে পারে এবং ছাত্র ২৫% করার প্রস্তাব করা হয়। আলোচনার এ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব জানান যে, সমাজের অনগ্রসর এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতি নারীদের আগ্রহ এবং অভিভাবকদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য ছাত্রীদের উপবৃত্তি বেশি দেয়া হয়। ছাত্রীদের ইতোপূর্বে প্রদত্ত এবং বর্তমানে প্রস্তাবিত হার কমানো সঠিক হবে না। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ তাঁর এ অভিমত এর সাথে একমত পোষণ করেন এবং মানদণ্ড অনুযায়ী শিক্ষার্থী নির্বাচনের পক্ষে গুরুত্বারোপ করেন।	বিষয়টি সভায় বিবেচনা করা হয়নি। পূর্বের হার অপরিবর্তিত থাকবে।	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
২.৭	**উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ প্রক্রিয়া:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, 'স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান' শীর্ষক প্রকল্প ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে চুক্তি করে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড এর মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দেশব্যাপী উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করেছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোবাইল একাউন্ট এর মাধ্যমে অর্থ বিতরণ এর জন্য গত ২০/৩/২০১৭ তারিখে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রস্তাবনা আহবান করা হলে গত ০৬/৪/২০১৭ তারিখে ০৫টি প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। মূল্যায়ন কমিটি উক্ত ০৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে যে দর ও তথ্যাদি পায়, তার বিবরণ নিম্নরূপ:		

সোহরাব

ক্র:	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	বিবরণ	উদ্বৃত্ত দর (ভ্যাট ও আয়করসহ)	মন্তব্য
১.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড রাজউক কর্মশিয়াল কমপ্লেক্স হোল্ডিং ৩/এ, ৫/এ, রোড নং ১৭,গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	উপবৃত্তির অর্থ ৩য় পক্ষের মাধ্যমে বিতরণে প্রস্তাব করেন	১.৫০% (এক দশমিক পঞ্চাশ)	৫ম রেসপনসিভ
২.	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ জি পি ও, ঢাকা-১০০০	উপবৃত্তির অর্থ পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বিতরণে প্রস্তাব করেন	১.০০%(এক দশমিক শূন্য)	৩য় রেসপনসিভ
৩.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ৯০ দিলকুশা বা/এ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০	উপবৃত্তির অর্থ ৩য় পক্ষের মাধ্যমে বিতরণে প্রস্তাব করেন	১.১৫% (এক দশমিক পনের)	৪র্থ রেসপনসিভ
৪.	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ৩৪ দিলকুশা বা/এ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০	উপবৃত্তির অর্থ শিওর ক্যাশ এর মাধ্যমে বিতরণে প্রস্তাব করেন	০.৯৯% (শূন্য দশমিক নিরানব্বই)	২য় রেসপনসিভ
৫.	ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড সেনাকল্যাণ ভবন ১৯৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	উপবৃত্তির অর্থ সরাসরি মোবাইল ব্যাংকিং (রকেট) এর মাধ্যমে বিতরণে প্রস্তাব করেন	০.৫০% (শূন্য দশমিক পঞ্চাশ)	১ম রেসপনসিভ

তিনি আরও বলেন যে, মূল্যায়ন কমিটি ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড এর উদ্ধৃত দর (মূল্য) ০.৫০% (শূন্য দশমিক পঞ্চাশ) সর্বনিম্ন হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করে। ফলে, মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড কে কার্যাদেশ প্রদান করা যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংক্স (বি.এ.বি.) এর সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড এ বৃত্তি সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পৌছে দিতে ভালো Software Develop করেছে, যা অনেক প্রতিষ্ঠানের নেই। তারা এটি করতে সক্ষম হবে বলেও তিনি অভিমত দেন। অন্যদিকে গত বছরও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর মাধ্যমে ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড চুক্তি করে এ কাজটি করেছিল। কিন্তু তখন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডকে সার্ভিস চার্জ দেয়া হয়েছিল ১%। বর্তমানে প্রস্তাবিত সর্বনিম্ন সার্ভিস চার্জ ০.৫০%। সুতরাং এটি গৃহীত হলে অর্থের সাশ্রয় হবে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোবাইল একাউন্ট এর মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণে ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড এর উদ্ধৃত দর (মূল্য) ০.৫০% (শূন্য দশমিক পঞ্চাশ) সর্বনিম্ন হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে বিধি অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন করে কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এ বাবদ যে অর্থ ব্যয় হবে তা এফ.ডি.আর. এর লভ্যাংশ থেকে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

২.৮ ট্রাস্ট এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ কমিটি গঠন:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১২/১০/২০১৪ তারিখে ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য দু'টি কমিটি গঠন করা হয় এবং ৩য় শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৪/৮/২০১৪ তারিখে আরও একটি কমিটি করে দেয়া হয়। সে অনুযায়ী ২০১৫ সালে ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও ০৯ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ বছর ০১টি ১ম শ্রেণির প্রোগ্রামার পদে নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অনুরোধ করা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৮১.২১১.০৭০.১৪-১৩, তারিখ: ১৫/০১/২০১৭ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রবিধানমালা, ২০১৪ অনুযায়ী ট্রাস্ট এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটি গঠনসহ যাবতীয় কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। সে অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার জন্য নিম্নরূপ ০২টি কমিটি গঠন করা যেতে পারে:

ক) ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটি:

ক্র:	নাম, পদবী ও ঠিকানা	কমিটিতে পদমর্যাদা
১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সভাপতি
২.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরিচালক পর্যায়ের ১জন প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
৬.	পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ কমিটি:

ক্র:	নাম, পদবী ও ঠিকানা	কমিটিতে পদমর্যাদা
১.	পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সভাপতি
২.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব/সি.স.সচিব)	সদস্য
৩.	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব/সি.স.সচিব)	সদস্য
৪.	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১জন প্রতিনিধি (উপসচিব/সি.স.সচিব)	সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার জন্য আলোচনায় বর্ণিত ক) ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটি এবং খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ কমিটি সভায় অনুমোদন করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

	এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট্রাস্ট এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ কমিটি গঠন সর্ম্পকে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, ইতোমধ্যে কয়েকজন কর্মচারী চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাওয়ায় নতুন করে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।		
২.৯	**এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এর বিষয়ে আলোচনা ও তহবিল গঠন:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ অনুয়ায়ী ট্রাস্ট থেকে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার ৪.০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ট্রাস্ট এর অর্থে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী গবেষকদের উচ্চতর শিক্ষায় এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ প্রদানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে 'এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. গবেষণা তহবিল' নামে একটি তহবিল ট্রাস্ট এর মেয়াদি আমানতের লভ্যাংশ হতে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা দিয়ে গঠন করা যেতে। পরবর্তীতে কোন অনুদানের অর্থ, দানবীর/সমাজহিতৈষী কোন ব্যক্তির আর্থিক অনুদান ও ট্রাস্ট তহবিলের লভ্যাংশ হতে প্রদেয় অর্থ দ্বারা এ তহবিলের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন থাকায় এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. গবেষণার ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়ার লক্ষ্যে ট্রাস্ট ফান্ডের লভ্যাংশ থেকে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।	এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. গবেষণা তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিলে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা ট্রাস্ট এর মেয়াদি আমানতের লভ্যাংশ থেকে প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহণ করা হয়।	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

৩.০ কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নূরুল আমিন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিঃ সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
ও
সদস্য সচিব, ট্রাস্টি বোর্ড
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

০৪.০৫.২০১৭
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.)
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি, উপদেষ্টা পরিষদ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

১৭.০৫.২০১৭
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

AD Finance